ম্যান ইউ'র ইউরো হিটম্যান

35 eQ‡ii A‡Rq †iKW Rq Ki‡jb i“W f¨vb wb÷j iq †cQ‡b †dj‡jb l ì Uv‡dvW wj‡RÛ †Wwbm j'†K... GB `B †Mvj‡gwkb‡K wb‡q wj‡L‡Qb নোমান মোহাম্মদ

টেস্ট ক্রিকেটে 'কিং' রিচার্ডসের সর্বোচ্চ স্কোর ২৯১। বিশ্ব রেকর্ড গড়া ৩৭৫ রানের ইনিংস খেলার পথে 'প্রিন্স' লারা ২৮৯ অতিক্রমের অনুভূতি জানিয়েছেন এভাবে- 'জানি, আমি তার (ভিভ) ক্লাসের না। কিন্তু তাকে পেরোনোর অনুভূতি সত্যিই অসাধারণ।' ইউরোপিয়ান ফুটবলে ম্যান ইউ লিজেন্ড ডেনিস ল'র ক্লাবের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৮ গোলের রেকর্ড ভাঙার পর রুড ভ্যান নিস্টলরয়ের অনুভূতিও ভিন্ন নয়। বলেছেন, 'ডেনিস ল-র মতো মহান খেলোয়াড়ের রেকর্ড ভাঙায় আমি সত্যিই গর্বিত।'

নিস্টলরয়ের এই অনুভূতি অপ্রত্যাশিত নয়। ডেনিস ল'কে ছাড়িয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবে ল একজন লিজেন্ড। ক্লাবের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। সেরা ফরোয়ার্ড তো বটেই। ক্লাবের অনেক সাফল্যের নেপথ্য রূপকারও। ম্যান ইউ'তে খেলেছেন দীর্ঘ ১১ বছর। এ সময়ে ইউরোপিয়ান কাব (বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স লীগ), কাপ উইনার্স ক্লাব ও ইন্টারসিটিস্ ফেয়ারস্ কাপ (বর্তমানে উয়েফা কাপ)- এই প্রতিযোগিতাগুলোতে ৩৩ ম্যাচে ডেনিস ল করেছেন ২৮ গোল। দীর্ঘ ৩৫ বছরে তার এই রেকর্ডে কেউ আঁচড় বসাতে পারেননি। এখন নিস্টলরয় পারলেন। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লীগের উদ্বোধনী খেলায় লিঁও-র বিপক্ষে দুই গোল করে ল'কে ছাড়িয়ে যান নিস্টলরয়। এই ডাচম্যান তার রেকর্ড ভাঙায় দুঃখ পাননি ল। বলেছেন, 'রুডের জন্য আমি আনন্দিত। এই রেকর্ড ভাঙার জন্য তার চেয়ে ভালো কোনো খেলোয়াড় হয় না।'

'দ্য কিং'- ম্যান ইউ সমর্থকরা এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলো ডেনিস ল'কে। সেটা তার অনন্য ক্যারেক্টার ও স্কোরিং ক্ষমতার জন্য। রেড ডেভিলসদের ফুল স্লিভ জার্সির দু'হাতা গুটিয়ে রেখে মাঠে নামা ছিলো ডেনিস ল'র ট্রেডমার্ক। ১৯৫৭ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্কটিশ ক্লাব হাডার্স ফিল্ড টাউনের হয়ে প্রথমবারের মতো পেশাদার ফুটবল শুরু করেন ল। ১৯৬০ সালে তিনি ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন ৫৩ হাজার পাউন্ড ট্রান্সফার ফি'র বিনিময়ে। ম্যান সিটিতে খেলার সময় লিউটন টাউনের বিপক্ষে এক ম্যাচে ৬ গোল করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। ১৯৬১ সালের জুন মাসে তিনি যোগ দেন ইটালির

RR †e÷, ewe PvjUb, †Wwbm j- Kv‡ei BwZnv‡mi Ab¨Zg †miv wZb dUejvi

i“W f¨vb wb÷j iq : Kj wdwbkvi

†Wwbm j : `¨wKs

শীর্ষ হিটম্যানরা

৩০ গোল	রুড ভ্যান নিস্টলরয়
২৮ গোল	ডেনিস ল
২২ গোল	ববি চার্লটন
২০ গোল	পল স্কোলস্
১৯ গোল	অ্যান্ডি কোল
১৯ গোল	রায়ান গিগস্
১৯ গোল	ওলে গানার সোলস্কায়ার
১৫ গোল	ডেভিড বেকহাম

ক্লাব টোরিবো'তে। ট্রান্সফার ফি বিশ্ব রেকর্ড ১ লাখ পাউন্ড। ল হচ্ছেন ১ লাখ পাউন্ড মূল্যের প্রথম ফুটবলার।

ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ল'র আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। মাত্র ১৮ বছর ২৩৬ দিন বয়সে স্কটিশ জাতীয় দলে অভিষেক ঘটে তার। ১৯৫৮'র সেই অভিষেক ম্যাচে ওয়েলসের বিপক্ষে স্কটল্যান্ডের ৩-০ গোলের জয়ে একটি গোলও করেন ল। এরপর থেকেই স্কটিশ জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ।

১৯৬১ সালে টোরিনোতে যোগদানের পর থেকেই সময় ভালো কাটছিলো না ল'র। ইটালিতে তিনি খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। '৬২-র আগস্ট মাসে তিনি ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে, ম্যানচেস্টারে। তবে এবার সিটি'র নয়, ইউনাইটেডে'র হয়ে। ম্যান ইউ'র ম্যানেজার ম্যাট বুশবি ডেনিস ল'র জন্য ১ লাখ ১৫ হাজার পাউন্ড খরচ করতেও কার্পণ্য করেননি। পরবর্তী ১১ বছরে এই অর্থের প্রতি পাউন্ড, প্রতি সেন্ট কড়ায় গন্ডায় পরিশোধ করেছেন ল। ম্যান ইউ'র হয়ে ১৯৬৩ সালে জিতেছেন এফএ কাপ। '৬৫ ও '৬৭ সালের দুটো লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়েও তার অবদান অসামান্য। এর মাঝে ১৯৬৪ সালে নির্বাচিত হয়েছেন ইউরোপিয়ান প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার। তবে ল'র কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় হতাশা নিঃসন্দেহে '৬৮ সালের ম্যান ইউ'র হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লীগ ফাইনালে খেলতে না পারা। হাঁটুর ইনজুরির কারণে ওয়েম্বলিতে নয়, সে সময় তিনি ছিলেন অপারেশন টেবিলে। ম্যান ইউ'র প্রথমবার ইউরোপসেরার খেতাব জয়ের মুহূর্ত যতোটা মিস্ করেছেন ডেনিস ল, তাকে ততোটাই মিস্ করেছে ক্লাব, সহখেলোয়াড় ও সমর্থকরা।

১৯৭৩-এর জুলাই মাসে ফ্রি ট্রান্সফারে আবার তিনি ফিরে যান ম্যান সিটিতে। ওটাই তার শেষ লীগ মৌসুম। শেষ লীগে গোলটি করেছেন তিনি বহুদিনের ভালোবাসার ক্লাব ম্যান ইউ'র বিরুদ্ধে। লীগের শেষ ম্যাচে খেলার ৮৫ মিনিটে ডেনিস ল'র ঐ ব্যাকহিলের গোল ম্যান ইউ'কে ঠেলে দেয় দ্বিতীয় বিভাগে। কিন্তু তবুও রেড ডেভিলস্ সমর্থকদের চোখে ভিলেন হয়ে যাননি ডেনিস ল। 'দ্য কিং'-এর প্রতি এতোটাই ভালোবাসা তাদের। ক্লাবের চেয়ে ভালোবাসা বেশি ছিলো 'দ্য কিং'-এর জন্যই।

এখনো স্কটল্যান্ডের ইতিহাসে যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতা ডেনিস ল। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ৫৫ ম্যাচে তিনি করেছেন ৩০ গোল। আর ম্যান ইউ'র হয়ে ৩৯৩ ম্যাচে ২৩৬ গোল করেন তিনি।

৫ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চতার ডেনিস ল ছিলেন পারফেক্ট স্কোরার। লং রেঞ্জ, ক্লোজ রেঞ্জ, হেড, ওভারহেড কিক থেকে ম্যাচের যেকোনো সময় সামান্যতম সুযোগে গোল করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ল।

মাঠে হয়তো ডেনিস ল'র মতো বর্ণিল ক্যারেক্টার নন তিনি। কিন্তু স্কোরিং পাওয়ারে কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই 'ডাচ কুল ফিনিশার' রুড ভ্যান নিস্টলরয়। প্রতিপক্ষের পেনাল্টিবক্সের মধ্যে তিনি বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক খেলোয়াড়। যথার্থই 'ফক্স অব দ্য বক্স'। সামান্যতম সুযোগেও গোল করতে

†eKnvg (Dc‡i) I wMMm (cv‡k)- kxl wnUg¨vb‡ i ZvwjKvq i‡q‡Qb Zviv I

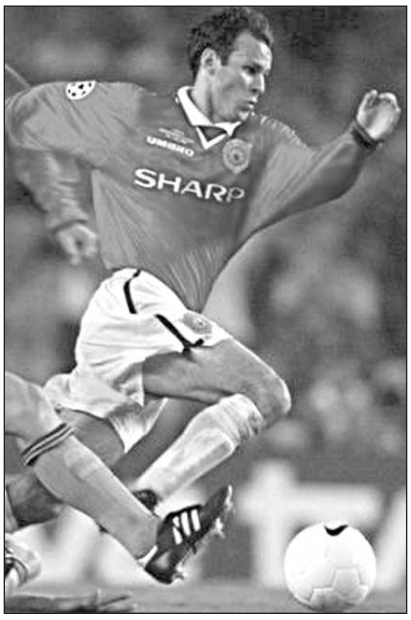

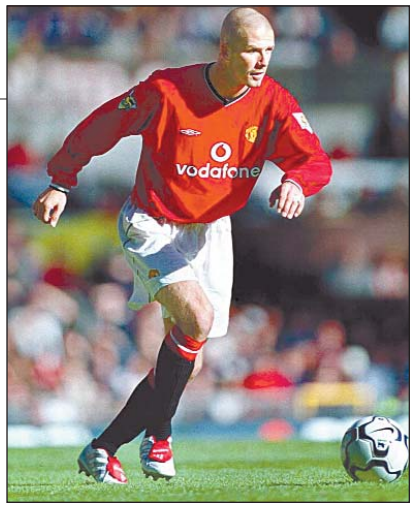

পারেন। ঝলসে ওঠেন দলের বিপদের মুহূর্তে। নিস্টলরয়কে নিজস্ব ক্লাবে পেতে চাইবেন বিশ্বের যেকোনো ম্যানেজার।

স্যার অ্যালেক্সও চেয়েছিলেন। ম্যান ইউ'র এই অভিজ্ঞ ম্যানেজার ঠিকই হীরা চিনেছিলেন। তাকে পাবার জন্য অপেক্ষা করেছেন এক বছর। ২০০০ সালেই পিএসভি আইন্দহোভেন থেকে ম্যান ইউ'তে আসার কথা ছিলো তার। কিন্তু হাঁটুতে মারাত্মক ইনজুরির কারণে প্রয়োজন হয় অস্ত্রোপচার। হুমকির মুখে পড়ে কেরিয়ার। এই দুর্যোগময় সময়েও নিস্টলরয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ

G mßv‡ni †Ljvajv

শুরুতেই বিধ্বস্ত রিয়াল

চ্যাম্পিয়ন্স লীগের প্রথম ম্যাচেই ধরাশায়ী রিয়াল মাদ্রিদ। প্রতিযোগিতার ৯ বারের চ্যাম্পিয়নরা এবারের টুর্নামেন্ট শুরু করলো জার্মান ক্লাব বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে ০-৩ গোলের পরাজয় দিয়ে। অন্যান্য পাওয়ার হাউসদের মধ্যে বার্সিলোনা, এসি মিলান, আর্সেনাল, চেলসি, ভ্যালেন্সিয়া, ইন্টারমিলান, জুভেন্টাস, বায়ার্ন মিউনিখ ও লিভারপুল জিতলেও ড্র করে ২ পয়েন্ট হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন এফসি পোর্তো। এএস রোমা-ডায়নামো কিয়েভ ম্যাচের বিরতির সময় দর্শকের ছোঁড়া ঢিলে রেফারির মাথা ফেটে গেলে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

প্রিমেরা লীগায় প্রথম দু'ম্যাচেই জিতেছিলো রিয়াল। কিন্তু সে জয়ে মোটেই আত্মবিশ্বাস ছিল না। ছন্দময় রিয়ালকেও তাই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবু তারা পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। সেটা যতোটা না নিজেদের কৃতিত্বে, তার চেয়ে বেশি প্রতিপক্ষের দুর্বলতায়। কিন্তু বায়ার লেভারকুসেন তো আর দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়। সে কারণে পার পায়নি রিয়াল। পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় লেভারকুসেনের আধিপত্যের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি তারা। রোনাল্ডো, জিদান, ফিগো, বেকহামদের মনে হয়েছে তাদের ছায়া। বলার মতো একটি আক্রমণও তাই করতে পারেনি রিয়াল। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে জিদানের ইনুজরি। ডান কাঁধের হাড় নড়ে যাওয়ায় পুরো খেলা শেষ করতে পারেননি তিনি। খেলতে পারবেন না আগামী ৩ সপ্তাহও। ইনজুরির কারণে জোনাথন উডগেড খেলেননি। কিন্তু খেলেছেন ওয়াল্টার স্যামুয়েলস্। কিন্তু তাকেও ডিফেন্স লাইনে নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি। অগোছালো ছিলো মাঝমাঠ এবং আক্রমণ ভাগও। রাউলকে প্রথম একাদশে খেলানো এবং মাইকেল ওয়েনকে ৯০ মিনিটে মাঠে না নামানোর কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি সমর্থকরা। দ্রুতই মাঠের ফলাফলে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে না পারলে সমর্থকদের আক্রোশ থেকে রক্ষা পাবেন না রিয়াল কোচ হোসে আন্তনিও কামাচো।

এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লীগের সবচেয়ে দাপুটে সূচনা বার্সিলোনার। প্রতিপক্ষের মাটিতে ৩-১ ব্যবধানের জয় পায় ডেকো, জুলি ও লারসেনের গোলে। সিডর্ফের গোলে সান্ত্বার ডোনেটস্ককে

রেখেছিলেন স্যার অ্যালেক্স। পরবর্তী বছরেই তাই ওল্ড ট্রাফোর্ড শিবিরে যোগ দিলেন নিস্টলরয়। এজন্য পিএসভি'কে ম্যান ইউ'র দিতে হয়েছে ১৯ মিলিয়ন পাউন্ড!

ছোটবেলায় সুইপার পজিশনে খেলতেন। ১৯৯৩ সালে ডাচ দ্বিতীয় বিভাগের দল ডেন বসচ্-এ যোগ দিয়ে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে খেলা শুরু করেন। পরিপূর্ণ স্ট্রাইকার হন আরো ৪ বছর পর প্রথম বিভাগের দল এসসি হেরেনভ্যানে যোগ দিয়ে। ক্লাবের কোচ তাকে বলেন যে, তার আরো অনেক উন্নতি করতে হবে। সে জন্য অনুসরণ করতে হবে ডেনিস বার্গক্যাম্পকে। নিস্টলরয় তাই করলেন। বার্গক্যাম্পের প্রতিটি খেলা, এমনকি প্র্যাকটিস মাঠেও উপস্থিত হতে লাগলেন। তার প্রতি মুভমেন্ট, প্রতি কৌশল অনুসরণ শুরু করলেন। এরপর নিজে নিজে অনুশীলন। এভাবেই ধীরে ধীরে আজকের পরিপূর্ণ ফরোয়ার্ড।

২২তম জন্মদিনে ১৯৯৮ সালে ৪.২ মিলিয়ন পাউন্ডে নিস্টলরয় যোগ দেন পিএসভি আইন্দহোভেন ক্লাবে। প্রথম মৌসুমেই নির্বাচিত হন ডাচ প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার। কারণ ৩১ গোল করে তিনিই লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতা। পরবর্তী মৌসুমেও করেন ২৯ গোল। এরপর তো সেই ইনজুরি। অতঃপর ২০০১ সালে ম্যান ইউ'তে যোগদান।

দ্রুতই তিনি দলের অন্যতম ভরসায়

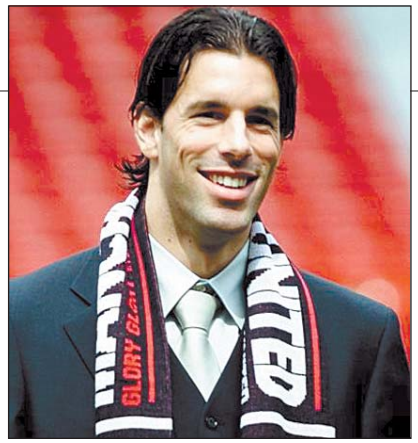

g¨vb BDÛi BwZnv‡mi †miv wnUg¨vb nevi c‡_ fv‡jvfv‡e G‡Mv‡"Qb wb÷jiq

পরিণত হন। প্রথম মৌসুমে ৩৬ গোলের পর দ্বিতীয় মৌসুমে করেন ৪৪ গোল। এখন পর্যন্ত ম্যান ইউ'র পক্ষে সব মিলিয়ে ১৪৭ ম্যাচে করেছেন ১১২ গোল! অবিশ্বাস্য!

ডেনিস ল এবং রুড ভ্যান নিস্টলরয় দু'জনই পরিপূর্ণ স্ট্রাইকার। ডেনিস ল ম্যান ইউ'কে অনেক দিয়েছেন। নিস্টলরয়ের আরো অনেক কিছু দেবার আছে। যেহেতু ডাচ ম্যানের কেরিয়ারের আরো অনেক উজ্জ্বল সময় সামনে, তাই এ দুই মহান খেলোয়াড়ের মধ্যে কে সেরা সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে তারা যদি এক যুগে জন্ম নিতেন, একই সময়ে ম্যান ইউ'তে খেলতেন তাহলে তারা কত্তো কত্তো গোল দিতেন, ম্যান ইউ কত্তো কত্তো শিরোপা জিততো- এটাকে উপজীব্য করে ম্যান ইউ'র কফি শপ, বারগুলোতে এখনো প্রতিদিন সমর্থকরা তুমুল আড্ডায় মেতে ওঠেন।

লারা বলেছিলেন তিনি রিচার্ডসের 'ক্লাস'-এর না। এটা ১৯৯৪ সালের কথা। লারার কেরিয়ারের মাত্র সূচনাপর্ব তখন। ২৪ বছরের এক ক্যারিবিয়ান তরুণ কিং রিচার্ডসের অর্জনকে পেরোনোর স্বপ্নও দেখার অধিকার রাখে না। স্বপ্ন মনে থাকলেও মুখে আনার ঔদ্ধত্য থাকার কথা নয়। লারারও সেটা ছিলো না। কিন্তু কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে লারা কি এখনো বলবেন যে তিনি রিচার্ডসের 'ক্লাস'-এর না? সব ক্রিকেটপ্রেমীই কি সেটা মেনে নেবেন? প্রশ্ন দুটোর উত্তর 'না' হবার সম্ভাবনাই বেশি। নিস্টলরয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এখনই হয়তো তিনি নিজেকে ডেনিস ল'র চেয়ে বড় স্ট্রাইকার বলে দাবি করবেন না। ভক্তরাও সেই স্বীকারোক্তিতে যাবে না। কিন্তু এখানেও মনে রাখতে হবে নিস্টলরয় এখন তার কেরিয়ারের মধ্যগগনে আছেন। বয়স মাত্র ২৮। ফর্ম ও ফিটনেস যদি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তাহলে ৫-৭ বছর পর নিস্টলরয়ের অবস্থান হবে 'সেরাদের সেরা'র কাতারে। হয়তো তখন ডেনিস ল ও নিস্টলরয়ের মধ্যে সেরা স্ট্রাইকার কে- এই বিতর্কটাই থাকবে না। ডেনিস ল'র পাঁড় ভক্তরাও এই ডাচ কুল ফিনিশারের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবেন সহজেই, সানন্দে।

হারায় এসি মিলান। নেদভেদ ও রয় ম্যাকাই'র গোলে জুভেন্টাস ও বায়ার্ন মিউনিখ ন্যূনতম ব্যবধানে হারায় যথাক্রমে আয়াক্স ও ম্যাক্কাবি তেল-আবিব ক্লাবকে। পিএসভি'র বিপক্ষে গানার্সরা জিতেছে আত্মঘাতী গোলে। 'কোপা হিরো' আদ্রিয়ানোর দু'গোলে ইন্টার পেয়েছে ওয়ার্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে সহজ জয়। প্যারিস সেন্ট জার্মেইনের বিপক্ষে চেলসির ৩-০ ব্যবধানের জয়ে দু'গোল ডিডিয়ের দ্রগবার, অন্যটি জন টেরির। ভিসেন্তে ও বারাহা দু'বার লক্ষ্যভেদ করলে ভ্যালেন্সিরা ২-০ ব্যবধানের জয় পায় আন্ডারলেখট্-এর বিপক্ষে। জিব্রেল সিসে, মিলান বারোস মোনাকোর বিপক্ষে দু'গোলের জয় এনে দিয়েছে লিভারপুলকে। ফেনেরবাখ একমাত্র গোলে হারিয়েছে স্পার্টা প্রাগকে। অন্যদিকে দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও নিস্টলরয়ের দু'গোলে লিঁও-র বিপক্ষে সমতা ফেরায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অলিম্পিয়াকসের বিপক্ষে জিততে পারেনি ডেপোর্টিভো। সিএসকেএ মস্কোর বিরুদ্ধেও গোলশূন্য ড্র করে শুরুতেই পয়েন্ট হারায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন এফসি পোর্তো।

অনিশ্চয়তায় ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ

বিশ্বের সেরা দুই দলের ৪ টেস্টের সিরিজটির ভবিষ্যৎ এখন কালো মেঘে ঢাকা। সিরিজের প্রচারস্বত্ব নিয়ে দু'টি টিভি চ্যানেলের আইনি লড়াই স্থগিত করে দিতে পারে মাঠে খেলোয়াড়দের লড়াই।

গোলটা বেধেছে সপ্তাহ দু'য়েক আগে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) আগামী ৪ বছরের জন্য ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের টিভিস্বত্ব বিক্রি করে 'জি'-কে। এ জন্য বিসিসিআই পাবে ৩০৮ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু তাদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয় না ইএসপিএন-স্টার স্পোর্টস চ্যানেল। ডিজনি ও রুপার্ট মারডকের মালিকানাধীন কোম্পানিটি দাবি করে, প্রচারস্বত্ব পাবার যোগ্যতাই নেই 'জি'-র। কেননা, এটা পাবার জন্য দুই বছর আন্তর্জাতিক ম্যাচ প্রচারের যে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, সেটা নেই 'জি'-র। বিসিসিআই'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা তাই মুম্বাই হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করে। ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুনানি মুলতবি রেখে রায় ঘোষণা হবার আগ পর্যন্ত বিসিসিআইকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। ৬ অক্টোবর ব্যাঙ্গালোরে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। এর আগে মামলার নিষ্পত্তি হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। টিভি ছাড়া সিরিজের আয়োজনও সম্ভব নয়। কেননা টেস্ট সিরিজে রান আউট, স্ট্যাম্পিংয়ের মতো সিদ্ধান্তগুলোর জন্য তৃতীয় আম্পায়ার থাকা বাধ্যতামূলক। দেখা যাক, সিরিজ শুরু হবার আগে বিসিসিআই-জি-ইএসপিএন স্টার স্পোর্টস এই তিন পক্ষ কোনো সমঝোতায় আসতে পারে কি না।

বিয়ালসা'র চমক

মার্সেল বিয়ালসা হঠাৎ পদত্যাগ করে আর্জেন্টাইন ফুটবলপ্রেমীদের দারুণ একটা চমক দিলেন। কেননা, দলের দুঃসময়ে যখন সবাই তার পদত্যাগ চাইছিলো, সেটা তখন তিনি করেননি। করলেন এখন, সুসময়ে।

১৯৯৯ সালে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন বিয়ালসা। কোচ হিসেবে তার তত্ত্বাবধানে আর্জেন্টিনার খেলার ধার বেড়ে যায়। বেড়ে যায় নান্দনিকতাও। প্রকৃত আক্রমণাত্মক মানসিকতায় দলকে গড়ে তোলেন বিয়ালসা। ২০০২-র বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব পার হন সহজেই। সে কারণে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ছিলো হট ফেবারিট। কিন্তু সেখানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। পারেনি প্রথম রাউন্ডের গন্ডি পেরোতে। ফলে বিয়ালসার পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হয় গোটা আর্জেন্টিনা। কিন্তু দায়িত্ব তিনি চালিয়ে গেছেন। তার ফলও পেয়েছেন। এ বছর গ্রিস অলিম্পিকে আর্জেন্টিনা জেতে সোনার পদক। ফলে দেশে প্রবল প্রশংসিত হন বিয়ালসা। কিন্তু সেখান থেকে ফেরার কিছুদিনের মাথায়ই পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে চমক সৃষ্টি করলেন 'এল লেকো' বা 'পাগল' নিকনেমের মার্সেল বিয়ালসা। আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৯৫, '৯৭ ও ২০০১ সালের যুব বিশ্বকাপের শিরোপা জেতা কোচ হোসে পেকারম্যান স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বিয়ালসার।

শাহেদ কামাল